ইত্তেফাক

তারিখ 30 SEP 1985
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

002

প্রকৌশল কলেজসমূহে ছাত্র ভর্তি বন্ধের সিদ্ধান্ত

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা ও ঢাকায় অবস্থিত দেশের ৪টি প্রকৌশল কলেজকে স্বায়ত্তশাসিত বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজিতে রূপান্তরিত করার জন্য গত এক যুগেরও বেশী সময় ধরিয়া সরকার কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন কমিটির সুপারিশসমূহ এবং মন্ত্রী পরিষদসহ বিভিন্ন পর্যায়ে সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নির্দেশনামা জারি করা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত উহা বাস্তবায়িত না হওয়ায় বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ শিক্ষক সমিতি সকল কলেজে ছাত্র ভর্তি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে।

গতকাল (রবিবার) জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষক সমিতির সভাপতি জনাব মোঃ আবদুল হান্নান

(১২শ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

ছাত্রভর্তি বন্ধের সিদ্ধান্ত

(১ম পৃঃ পর)

একথা জানান। গত ২৩শে সেপ্টেম্বর এক স্মারকলিপির মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসককে এ বিষয়ে অবহিত করা হইয়াছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে উল্লেখ করা হয় যে, নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সর্বজনস্বীকৃত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের স্বায়ত্ত শাসনের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় শিক্ষকগণ উপায়ান্তর না দেখিয়া ছাত্র ভর্তি বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়াছেন। ইহার পরও দাবী বাস্তবায়িত না হইলে ৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিক্ষকগণ একযোগে পদত্যাগ করিবেন।

এক প্রশ্নের জবাবে জনাব হান্নান জানান, বর্তমানে ৪টি কলেজে আড়াইশত শিক্ষকের পদে মাত্র একশত ২৫ জন শিক্ষক আছেন, অথচ ছাত্র-সংখ্যা প্রায় ২ হাজার। তিনি বলেন, '৭৩, '৭৪, '৭৬, '৭৭ ও '৮১ সালে বিভিন্ন কমিটি কর্তৃক স্বায়ত্তশাসনের সুপারিশ করার পর ১৯৮১ সালের অক্টোবরের তৎকালীন মন্ত্রী পরিষদ ডঃ ওয়াহিদ উদ্দিন আহমদের নেতৃত্বাধীন ১৫ সদস্যের কমিটির সুপারিশ নীতিগতভাবে অনুমোদন করেন এবং ১৯৮২ সালের মার্চে তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট ডঃ এম, এন, হুদার নেতৃত্বে গঠিত বিশেষ কাউন্সিল কমিটির সুপারিশক্রমে মন্ত্রী পরিষদ চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান এবং ১৯৮২ সালের ১লা জুলাই হইতে প্রকৌশল কলেজগুলিকে স্বায়ত্তশাসিত বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজীতে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু উহা বাস্তবায়িত হয় নাই। এমনকি ইহার পরে ১৯৮২, '৮৩ ও '৮৪তে গৃহীত সিদ্ধান্তও কার্যকর হয় নাই।